সমালোচক উবাচ

আশীষ বাবলু

আলোচনার চাইতে সমালোচনা সর্বত্র। সমালোচকের সংখ্যা আলোচকের চাইতে বেশী। কোথায় পাবেননা তাদের? শপিং সেন্টারে, খেলার মাঠে, চায়ের দোকানে, পত্রিকার পাতায়, শ্বশুর বাড়ী, মামার বাড়ী, গানের জলসায়, হাসপাতালে, গোরস্থানে, লাল পিঁপড়ার মতো এরা লাইন ধরে চলছে। কেউ জাদরেল, কেউ তুখোর, কেউ উচ্চমানের, কেউ নিম্নমানের, কেউ গঠন মূলক, কেউ পঠন মূলক, কেউ চৌকস, কেউ রোমান্টিক, কেউ প্যাথেটিক!

এই প্রফেসনের জন্য আপনার কোন বিশেষ দীক্ষা বা জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। বাক্ স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে আপনি যে কোন ব্যাপারে সবাক হতে পারেন। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারেন একজন সৃষ্টিশীল মানুষের সারা জীবনের সাধনাকে। জীবন হয়তো একবারও ফুটবলে লাথি মারেনি। একবারও হয়তো হাতে তুলি ধরেনি। বাথরুমে ছাড়া জীবনে হয়তো এককলি গান গায়নি। অথচ জাকীর হোসেন কে উপদেশ দিচ্ছে কী করে তবলা বাজাতে হবে!

বাঃ! বেশ মজার মানুষ বলে মনে হচ্ছে এই সমালোচকদের। আচ্ছা এরা দেখতে কেমন? এরা দেখতে মানুষের মতই তবে বাদুরের স্বজাতী। জন্মের পর থেকে উল্টা দেখছে দুনিয়া। আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা যায় এরা সংসদে বিরোধী দলের মত। হেলদী অপজিশন। স্বার্থে না বললেই প্রতিবাদ। এদের সব কিছুতেই অপছন্দ, ভালাগেনা। ভাবখানা বিশ্বের বিশাল বিশাল বুদ্ধিজীবীরা হতাশায় ভোগেন, আমিও ভুগি। অতএব আমিও বুদ্ধিজীবী।

বার্নার্ড'শ বলেছেন- " জীবনে যার অনেক কিছু হবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হননি তিনিই শেষ পর্য্যন্ত হন সমালোচক।" এরা বিশ্বাস করে সমালোচকের কোন বন্ধু থাকতে পারেনা, সে ফাদারই হোক বা মাদারই হোক। জন্ম দেবার সময় খেয়াল ছিলনা যে গরীব দেশে টিকে থাকার জন্য ঘুস খেতে হবে, এখন জ্ঞান দিতে এসেছো? গেট আউট!

দুঃখের কথা হচ্ছে এরা সমালোচক হয়েই থেমে নেই। নিজেকে মনে করে প্রথম, বেষ্ট, তুখোর, সবজান্তা। নিজের ঢোল নিজে পেটানো যে সমাজে সবচাইতে নিন্দনিয় কাজ এই বোধটুকুও এদের নেই। ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ট দার্শনিক সক্রেটিস প্রকাশ্যে

বলতেন-" আমার কোন জ্ঞান নেই। কিছুই জানি না আমি।" মানুষের ভেতর যদি বিনয় না থাকে তবে আর যাই হোক তাকে শ্রদ্ধা করা যায় না।

বাংলা সাহিত্যের সবচাইতে জনপ্রিয় উপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের একটি চিঠির অংশ দেখুন সে তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন "*... ... ... আমার বাংলা ভাষার উপর দখল নাই বললেই চলে। শব্দ সঞ্চয় খুবই কম। কাজেই আমার লেখা সরল হয়। আমার পক্ষে শক্ত করিয়া লেখাই অসম্ভব... ... ...।*" যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস দেবদাস, পরিনিতা, এই দুই হাজার সালেও সিনেমা কাঁপাচ্ছে তিনি লিখেছেন বাংলা ভাষায় তাঁর দখল নাই বললেই চলে। বলুন? তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয় কিনা!

নজরুল, রবীন্দ্রনাথের কিছু নির্লজ্জ সমালোচকদের কথা আমরা সবাই জানি। ঐ সব সমালোচকদের নাম মুখে আনতে আমাদের ঘৃণা হয়। আমাদের সৌভাগ্য ঐ সব সমালোচনার ঝড় তাদের থামিয়ে দিতে পারেনি। কিন্তু পৃথিবীতে কত হাজার হাজার প্রতিভা বিবেকহীন সমালোচকদের কুটুক্তি সহ্য করতে না পেরে হতাশায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। তাদের খবর কে রাখে?

ডি কুইন্স লিখেছিলেন- " *তুমি যদি ইংরেজদের মেধা জানতে চাও তবে সেক্সপিয়ার পড়ো, আর যদি ইংরেজদের অপদার্থতা জানতে চাও তবে সেক্সপিয়ারের সমালোচকদের লেখা পড়ো।*"

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী একজনই হয়েছেন। তিনি বড় সাহিত্যিক হতে পারেননি তবে সাহিত্য জ্ঞান তার রবীন্দ্রনাথের চাইতে বেশী বই কম ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ অযাকথিত সমালোচকদের এরিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন " *যাদের প্রশংসা করতে আমি সক্ষম নই তাদের নিন্দা করতেও আমি সমান অক্ষম।*"

পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যখনই শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানে কেউ নতুন কিছু করতে চেয়েছে তাদের লাঞ্চিত হতে হয়েছে সমালোচকদের হাতে। কারাবাস থেকে মৃত্যুদন্ড পর্য্যন্ত জুটেছে তাদের ভাগ্যে। সক্রেটিস থেকে দান্তে! গ্যালিলিও থেকে পল গগ্যাঁ। ব্রুনো থেকে ডষ্টয়েভস্কি। অথচ তাদের চিন্তা আর কীর্তির জন্য পৃথিবী আজো বসবাস যোগ্য। মজার ব্যাপার হচ্ছে সমালোচকরা পাল্টা সমালোচনা সইতে পারেনা। যেমন পেঁচা পারেনা সূর্য্যের আলো সহ্য করতে। তখন তাদের মুখে গেল গেল রব। বিচারকের সমালোচনা জনতা করবে, মামা বাড়ীর আব্দার নাকি?

শিল্পী পিকাসোর জীবনে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা বলে আমার লেখার ইতি টানবো। পাবলো পিকাসোর পরিচিত এক চিত্র সমালোচক তার চিত্র প্রদর্শনি দেখে

পত্রিকায় লিখেছিলেন যে ছবিগুলি যত ছেলেমানুষি আকিঁবুকি। অস্পষ্ট এবং অর্থহীন। সমালোচকটি পত্রিকায় ছাপা হবার পর সমালোচক পিকাসোকে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন- *" আমি তোর আর্টের সমালোচনা একটু কঠোর ভাষায় করেছি তবে আশা করি তাতেই আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হবেনা।"*

চিঠির উত্তরে পিকাসো লিখেছিলেন *" এর পর যখন তোমার সাথে দেখা হবে আমি তোমার মুখে একটা ঘুসি মারবো, আশাকরি আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হবেনা।"*

ashisbablu@yahoo.com.au